ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAR..3 ... 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭ ... .

কোটা পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জটিলতা কাটাতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা চেয়েছে স্থায়ী কমিটি

কাগজ প্রতিবেদক : কোটা ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে সৃষ্ট জটিলতার নিরসনে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে। গতকাল সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শেষে এ নির্দেশ দেওয়া হয়।

বৈঠকে জানানো হয়, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ মহিলা, ২০ শতাংশ পোষ্য এবং ২০ শতাংশ সাধারণের জন্য সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু সব সময় যোগ্য মহিলা ও পোষ্য পাওয়া যায় না। ফলে কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে পদ শূন্য থেকে যায়। গত বছর শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা নিরসনের জন্য কোটা পদ্ধতি স্থগিত রাখা হয়েছিল।

বৈঠকে দেশের বিভিন্ন স্থানে জনগণের নিজস্ব উদ্যোগে স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করা হয়। বৈঠকে বলা হয়, কাঠোরভাবে রেজিস্ট্রেশনের নিয়মাবলী অনুসরণের ফলে রেজিস্ট্রেশন পেতে অনেক দেরি হয়। এ দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতা সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির পরিপন্থী। এর ফলে জনগণ এ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার উপযুক্ত বিদ্যালয়গুলো কিভাবে সহজে তা পেতে পারে, সে ব্যাপারে একটি প্রস্তাবনা পেশ করার জন্যও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিটির পরবর্তী বৈঠকে এ প্রস্তাবনা দুটি পেশ করতে বলা হয়েছে।

বৈঠকে দেশে বিদ্যমান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ কর্মসূচি শিক্ষার গুণগত মান ও পরিদর্শন কর্মসূচি, বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ কার্যক্রমসহ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক কার্যক্রম আলোচনায় স্থান পায়।

বৈঠকে জানানো হয় যে, ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেছে।

কমিটির সভাপতি নূরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্য শিক্ষা মন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, হুইপ উপাধ্যক্ষ মোঃ আবদুস শহীদ, কাজী সিরাজুল ইসলাম, বেগম রাজিয়া মতিন চৌধুরী এবং আলমগীর কবির বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।